তাং- ০৫/১২/২০১৮

সর্বশেষ সংশোধন- ২১/০৩/২০১৯

স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়ন আইন

স্বাস্থ্য অধিকার সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবহেলাজনিত স্বাস্থ্য অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু, স্বাস্থ্য অধিকার সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবহেলাজনিত স্বাস্থ্য অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিধান করা সমীচিন ও প্রয়োজনীয়,

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরুপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায় **প্রারম্ভিক**	
১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ	(১) এই আইন স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়ন আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে। (২) এই আইন অবিলম্বে বাস্তবায়ন হইবে। (৩) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল, ক্লিনিক, দাতব্য, ডায়াগনিষ্টিক এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যাক্তি এবং প্রতিষ্ঠান এর উপর অত্র আইন প্রযোজ্য হইবে।
২. সংজ্ঞা	বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কোনকিছু না থাকিলে, এই আইনে- **(১) স্বাস্থ্য সেবা** বলিতে রোগী বা সেবা গ্রহণকারীর চিকিৎসা প্রদানে প্রয়োজনীয় ও যথাযথ উপায়ে যত্নবান থাকিয়া সেবাপ্রদানকারীর সেবামূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে বুঝাইবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবা প্রদানকারী কর্তৃক কার্যকর ওষুধ, যন্ত্রপাতি এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রোগী বা সেবা গ্রহণকারীর ব্যাথা বা অস্বস্তি নিরুপন পূর্বক নিরাময় বা উপশমের ব্যবস্থা করা এবং জটিল রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা সম্পর্কীয় কোন কারণ ব্যতীত অনতিবিলম্বে বিষয় ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করা বা রোগী বা

	সেবা গ্রহণকারীর অবস্থা সংকটাপন্ন হইলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাকার ব্যবস্থাও বুঝাইবে। (২) **স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী বা রোগী** বলিতে কোন ব্যক্তি যিনি শারীরিক ও মানসিক কোন পীড়ায় বা ব্যথায় বা অস্বস্তিতে ভুগছেন এবং তজ্জন্য স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের শরনাপন্ন হইয়াছেন। (৩) **স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি** বলিতে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত নিবন্ধিত চিকিৎসক, যিনি বা যাহারা স্বাস্থ্য সেবাদান কাজে নিয়োজিত এবং নিবন্ধিত সেবক - সেবিকা, মিডওয়াইফ, নিবন্ধিত থেরাপিস্ট, নিবন্ধিত টেকনিসিয়ান, চিকিৎসা সহকারী অথবা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অন্য যে কোন ব্যক্তি; (৪) **স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান** বলিতে জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত বা বেসরকারী হাসপাতাল, ক্লিনিক, দাতব্য, ডায়াগনিষ্টিক, রোগ নির্ণয় কেন্দ্র, চিকিৎসকের চেম্বার, এবং চিকিৎসা সম্পর্কীয় অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, যাহা অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা প্রদান করে বা সেবা প্রদানের জন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করে; (৫) **পেশাগত নৈতিকতা** বলিতে সংশ্লিষ্ট পেশার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদ সমূহের দ্বারা অবশ্য পালনীয় বিষয়াদি বুঝাইবে; (৬) **স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তির শপথ** বলিতে চিকিৎসক হিপোক্রিটাস শপথ, জেনেভা ঘোষণা (ওয়ার্ল্ড মেডিক্যাল এসোসিয়েশন ২০০৬ অথবা সর্বশেষ সংস্করণ), হেলসিংকি ঘোষণা (ওয়ার্ল্ড মেডিক্যাল এসোসিয়েশন ২০১৩ অথবা সর্বশেষ সংস্করণ), সেবক ও সেবিকা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল শপথ (সর্বশেষ সংস্করণ) অনুসারে প্রত্যেক স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারীর প্রতি স্বীয় পবিত্র দায়িত্ব পালনে শ্রদ্ধাশীল থাকিবেন। (৭) **স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন** বলিতে স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদিত যথাযথ কর্তৃপক্ষ হইতে বৈধভাবে নিবন্ধন গ্রহণ করিয়া জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকে বুঝাইবে। (৮) **পেশাগত অবহেলা** বলিতে অত্র আইন দ্বারা সেবা দানকারী

	ব্যক্তির উপড় অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থতা যাহা তাহার পক্ষে মানবিকভাবে বাস্তব অবস্থায় পালন করা সম্ভব; ব্যর্থতা বলিতে রোগ নির্ণয় কার্যক্রম দেরীতে আরম্ভ, অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপাচার, অস্ত্রোপাচার জনিত ভুল অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত বা মেয়াদোত্তীর্ণ বা ভুল ওষধ প্রয়োগ বা ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান, পরামর্শপত্রে লেখা অস্পস্ট, প্রয়োগকৃত এন্যেসথেনিয়া বা ওষুধের কার্যকারীতা পর্যবেক্ষণে অপারগতা ও অন্তর্ভূক্ত হইবে। (৯) **চিকিৎসায় অবহেলা** বলিতে কোন কারণ ব্যতিরেকে রোগীর প্রাপ্য চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য সেবা হইতে সেবা দানকারী কর্তৃক কোনরূপ অবহেলা, দক্ষতার সহিত সেবা প্রদানে ব্যর্থতা যা দ্বারা সেবা গ্রহণকারীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি সাধন যাহা জীবণকে ঝুকিপূর্ণ বা মৃত্যুর কারণ ঘটানোর সম্ভাবনা থাকে। (১০) **অপরাধ** বলিতে রোগী বা সেবা গ্রহণকারীর প্রতি অবহেলা যাহার দ্বারা রোগীর স্থায়ী ক্ষতি সাধন বা মৃত্যু সংগঠিত হইতে পারে। (১১) **ক্ষতি** বলিতে রোগী বা সেবা গ্রহণকারীর শারীরিক বা মানসিক কর্মক্ষমতার অনিষ্ট বুঝাইবে। (১২) **তথ্য** বলিতে রোগী বা সেবা গ্রহণকারীর চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যক্তিগত বিষয়াদি যাহা সেবা দানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের গোচরীভূত। (১৩) **আদালত** বলিতে সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত জেলা জজ আদালত বা সমমনা আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বুঝাইবে।
৩. এই আইন অতিরিক্ত গণ্য হওয়া	এই আইনের বিধানাবলী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনের কোনো বিধানকে ক্ষুন্ন না করিয়া উহার অতিরিক্ত হিসাবে কার্যকর হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় **স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য**	
৪. সেবা গ্রহণকারী বা রোগীর	সেবা গ্রহণকারী বা রোগী কে সেবা প্রদানের মান নিশ্চিত করিয়া

প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য	ভাল আচরণ দিয়া সর্বোচ্চ সেবা সুনিশ্চিত করিতে হইবে;
৫. সেবা গ্রহণকারী বা রোগীর অনুসংগীর প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য	সেবা গ্রহণকারী বা রোগীর অনুসংগীদের নিকট চিকিৎসা বিষয়ে তথ্য প্রদান, সর্বশেষ অবস্থা সময়ে সময়ে অবহিতকরণ এবং চিকিৎসা বিষয়ে প্রয়োজনে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।
৬. সর্ব-সাধারণের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য	(১) স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্তৃক সর্বসাধারণের জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, বাধ্যতামূলকভাবে আন্তরিক ব্যবহার প্রদর্শন, জনগণকে স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা সভার আয়োজন করা, দূর্যোগ ও সংক্রামক রোগের প্রার্দূভাব মোকাবেলায় নৈতিকতা সহকারে চিকিৎসা সেবা প্রদান। (২) যেকোন অবস্থায় জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ।
৭. আইন পরিপালন	দেশে প্রচলিত আইন-বিধির আলোকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করিতে হইবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে সেবা গ্রহণকারী বা রোগীর শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া পুলিশ কে অবহিত করিতে হইবে।
৮. পেশাগত নৈতিকতার মানদন্ড	১. নিবন্ধন গ্রহণ ব্যতীত কোন সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম আরম্ভ করিবেন না; ২. যে সেবা দানকারী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার জন্য নিবন্ধন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন নাই বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হন নাই সেক্ষেত্রে তিনি বা অত্র প্রতিষ্ঠান বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচয় প্রদান বা ভুয়া ডিগ্রীর পরিচয় প্রদান এবং বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান কার্যক্রম হইতে বিরত থাকিবেন; ৩. (ক) বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল দ্বারা স্বীকৃত নয় এমন কোন ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা বা পদবী ব্যবহার হইতে বিরত থাকিবেন। (খ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে পারবে না। ৪. কোন সেবাদানকারী, সেবা গ্রহণকারী বা রোগী কে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, জাতীয়তা, পেশা বা লিংগভেদে সেবা প্রদান হইতে বিরত থাকিবেন না। ৫. সেবা গ্রহণকারী বা রোগীর সমুদয় তথ্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর হিসেবে বিবেচনা করত: সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং সেবাগ্রহনকারী বা তার মনোনীত ব্যক্তিকে সকল তথ্য সরবরাহ করিতে হইবে এবং কোন অবস্থাতেই আদালতের অনুমতি বত্যীত অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে

	সরবরাহ করা যাইবেনা। তবে যে সকল রোগ-ব্যধি বিধি অনুসারে সরকারী সংস্থায় অবহিত করা প্রয়োজন তাহা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে বা HIV-AIDS এবং STD এর ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী কে অবহিত করা যাইবে। ৬. প্রাইভেট প্র্যাকটিস এর ক্ষেত্রে চিকিৎসক নৈতিকতা এবং প্রজ্ঞার পরিচয় প্রদান করিবেন এবং অযৌক্তিক বা অপ্রয়োজনীয়/অযৌক্তিক পরীক্ষা এবং ওষুধ ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান হইতে বিরত থাকিবেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করিয়া পরামর্শপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বাড়তি ফি আদায় করা হইতে বিরত থাকিবেন। ৭. স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে কোন প্রকার মিথ্যা প্রত্যয়নপত্র বা বিল প্রদান করা বা সেবা গ্রহণকারী -রোগীর নিকট হইতে প্রাপ্ত ফি বা পারিতোষিক বা পরীক্ষা- নিরীক্ষা করিবার মূল্য কোনভাবে কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠানের সংগে অংশীদারীত্ব গ্রহণ বা প্রদান করা যাইবেনা।
৮. পেশাগত অবহেলা	ভিন্নতর উদ্দেশ্য ব্যতীত নিম্নোক্ত মনোভাব বা কর্ম পেশাগত অবহেলা হিসেবে বিবেচিত হইবে: ১. স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনকারী -রোগীর স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে বিলম্ব করা; ২. পেশাগত কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী- রোগীর রোগ নির্ণয়ে বিলম্বে আরম্ভ করা; ৩. কোন অবস্থাতেই সেবা গ্রহণকারী- রোগীর শরীরে অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপাচারের পরামর্শ দেয়া ; ৪. মেয়াদোত্তীর্ণ বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাত্রায় এবং দেশে প্রচলিত অন্য আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ওষুধ ব্যবহারের জন্য পরামর্শ প্রদান করা ; ৫. প্রত্যেক চিকিৎসক পরামর্শপত্রে স্পষ্ট অক্ষরে লিখিবেন যেন কোনরূপ অস্পষ্টতা না থাকে; ৬. সেবা গ্রহণকারী- রোগীর শরীরে প্রয়োগকৃত এনেসথেসিয়া বা অন্য কোন ওষুধ কোন মাত্রার প্রদান করা হইলে তাহা যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ না করা

তৃতীয় অধ্যায় অপরাধ দন্ড ও পদ্ধতি	
৯. আইন লঙ্ঘনের দন্ড	(১) এই অধ্যায়ের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান এই আইন বা আইনের আলোকে প্রণীত কোন বিধি, প্রবিধান বা স্কীমের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে, তিনি- (ক) যদি উক্ত লংঘনের কারণে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তি বা রোগীর প্রাণহানী হয় তাহা হইলে অনধিক চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ডে অথবা বিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং তাহার নিবন্ধন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে; (খ) যদি উক্ত লংঘনের কারণে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তি বা রোগীর চিরস্থায়ী শারীরিক বা মানসিক সমস্যা হয় বা এর ফলশ্রুতিতে সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তি বা রোগী ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে বা পঙ্গুত্ব বরণ করে বা পঙ্গুত্বের ফলে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবতি হয় তাহা হইলে অনধিক দশ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ডে, অথবা দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং তাহার নিবন্ধন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে; (গ) যদি উক্ত লংঘনের কারণে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তি বা রোগীর সাময়িক শারীরিক বা মানসিক সমস্যা হয় তাহা হইলে অনধিক পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ডে, অথবা পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং তাহার নিবন্ধন সাময়িক ভাবে স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে; (২) আদালত এই ধারার অধীন অর্থদন্ডের আদেশ প্রদানকালে দন্ডের আদায়কৃত অর্থের সম্পূর্ণ বা কোন অংশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্থ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে অথবা, তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার আইনগত প্রতিনিধিকে প্রদানের জন্য আদেশ দিতে পারিবে।
১০. আদালতের কতিপয় আদেশ প্রদানের ক্ষমতা	(১) এই আইন বা কোন বিধি, প্রবিধান বা স্কীমের অধীন কোন অপরাধের জন্য কোন স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দন্ড হইলে, আদালত লিখিত আদেশ দ্বারা, দন্ডের অতিরিক্ত হিসাবে, যে কারণে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সে কারণ দূরীভূত করিবার জন্য, আদেশে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, যাহা কোন দরখাস্তের ভিত্তিতে বর্ধিত করা যাইবে, উহাতে উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা প্রয়োজনে

	সরকারকে নির্দেশ দিতে পারিবে।
১১. অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ	(১) অত্র আইন কার্যকরের জন্য বিশেষ আদালত ব্যতীত অন্য কোন আদালত এই আইন বা কোন বিধি, প্রবিধান বা স্কীমের অধীন কোন অপরাধের বিচার করিবে না। (২) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের অভিযোগ ব্যতীত, কোন আদালত এই আইন বা কোন বিধি, প্রবিধান বা স্কীমের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না, যথাঃ- (ক) সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অনুসংগী; (খ) সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মারা গেলে তাহার অবর্তমানে তাহার পরিবারের কেহ; (গ) কতিপয় ক্ষেত্রে পুলিশ বা সরকারের কোন দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা;
১২. অভিযোগ তামাদি	এই আইন বা কোন বিধি, প্রবিধান বা স্কীমে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, ইহাদের অধীন কোন অপরাধ কোন আদালত বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না যদি না স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের অবহেলা বা ভুল চিকিৎসার কারণে কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্য জনিত জটিলতা উদ্ভূত হয় এবং মেডিকেল পরীক্ষার দ্বারা উক্ত অবহেলার সাথে সরাসরি সংযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে চিকিৎসাজনিত অবহেলা বা ভুল চিকিৎসা প্রদানের কারণে উদ্ভূত সমস্যা তৈরী হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) বছরের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়ন আদালতের নিকট অভিযোগ পেশ করা যাইবে।
১৩. অপরাধের রিপোর্ট	কোন ব্যক্তি কর্তৃক এই আইন বা কোন বিধি, প্রবিধান বা স্কীমের লঙ্ঘন বা ইহা মানিয়া চলিতে অস্বীকৃতি সম্পর্কে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল এর প্রধান অথবা তাহার কোন অধস্তন কর্মকর্তার নিকট অবগতির জন্য বা যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য রিপোর্ট করা যাইবে।
১৪. মামলা প্রত্যাহার	যে ব্যক্তির অভিযোগে এই আইন বা কোন বিধি, প্রবিধান বা স্কীমের অধীন কোন মামলা শুরু হইয়াছে সে ব্যক্তির দরখাস্ত ব্যতীত উক্ত মামলা প্রত্যাহার করা যাইবে না।
১৫. অপরাধের ধরণ	অত্র আইনের অধীন সংগঠিত অপরাধ অত্র আদালতের নিকট আমলযোগ্য ও আদালতের অনুমতিসাপেক্ষে আপোষযোগ্য হইবে।

চতুর্থ অধ্যায় বিরোধ নিষ্পত্তি, স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়ন আদালতের এখতিয়ার, আইনগত কার্যধারা	
১৬. অভিযোগ উত্থাপন	(১) অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের কোনো ব্যাত্যয় ঘটিলে তৃতীয় অধ্যায়ের নিয়ম সাপেক্ষে এই অধ্যায়ের অধীনে প্রতিষ্ঠিত 'স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়ন আদালত'-এর নিকট স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দরখাস্ত আকারে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে।
১৭. অভিযোগ নিষ্পত্তি	'স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়ন আদালত'-কে অভিযোগ উত্থাপনের অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করিতে হইবে।
১৮. আদালতে অর্ন্তবর্তকালীন দরখাস্ত	(১) 'স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়ন আদালত'-এ নিম্নলিখিত কারণে অর্ন্তবর্তীকালীন দরখাস্ত দায়ের করা যাইবে: ক) অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা সাপেক্ষে, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির আশু চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে, আংশিক ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য; খ) অভিযোগ দায়েরের পর কোনো সময়ে আদালতের নিকট যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অত্র বিচার সমাপ্তির পূর্বেই আত্মগোপন করিবেন, সেইক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধি-র ৩৮নং আদেশের বিধি মানিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রায়ের পূর্বে গ্রেফতার বা প্রদেয় ক্ষতিপূরণের সমান বা ক্ষতিপূরণের আংশিক মূল্যের সমপরিমান স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার জন্য।
১৯. স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়ন আদালত	(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়ন আদালত নামে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আদালত গঠন করিবে। (২) উপ–ধারা (১)-এর অধীনে একাধিক স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়ন আদালত প্রতিষ্ঠিত হইলে, সরকার উক্ত প্রজ্ঞাপনে উহাদের প্রত্যেককে যে এলাকায় এই আইনের অধীন এখতিয়ার প্রয়োগ করিবে উহা নির্ধারণ করিয়া দিবে। (৩) স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়ন আদালত এর একজন চেয়ারম্যান এবং তাহাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য দুইজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে। (৪) স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়ন আদালত-এর চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক কর্মরত জেলা জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা জজগনের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন। (৫) স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়ন আদালত-এর চেয়ারম্যান এবং

	সদস্যগনের নিযুক্তির শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। (৬) স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়ন আদালত–এর দুইজন সদস্যের মধ্যে একজন চিকিৎসকদের প্রতিনিধিত্বকারী, অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন এবং অপরজন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী হইবেন, যিনি চিকিৎসা সেবা বা চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত ব্যবসায়ের সহিত জড়িত নন এবং তাহারা উপ-ধারা (৯)-এ বর্ণিত পন্থায় নিযুক্ত হইবেন। (৭) সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দুইটি সদস্য তালিকা প্রস্তুত করিবে, যাহার একটিতে ছয়জন চিকিৎসক প্রতিনিধির নাম এবং অন্যটিতে ছয়জন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারীদের প্রতিনিধির নাম নির্ধারণ করিবে। (৮) উপ-ধারা (৭)-এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকা প্রতি দুই বৎসর অন্তর পূর্ণগঠিত হইবে; তবে উক্ত দুই বৎসর শেষ না হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববর্তী তালিকার অর্ন্তভূক্ত সদস্যগন নূতন তালিকা সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত না হওয়া পর্যন্ত তালিকাভূক্ত থাকিবেন। (৯) অত্র আদালতের চেয়ারম্যান কোনো নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে অবহেলা বিষয়ক অভিযোগের জন্য উপ-ধারা (৭)-এ উল্লিখিত উভয় তালিকা হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধিকে নির্বাচন করিবেন এবং উক্তরুপে নির্বাচিত প্রতিনিধিদ্বয় এবং চেয়ারম্যান সহকারে উক্ত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে অবহেলা বিষয়ক অভিযোগ সম্পর্কে অত্র আদালত গঠিত হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে অবহেলা বিষয়ক একাধিক অভিযোগের শুনানীর জন্য চেয়ারম্যান উক্ত যে কোনো তালিকা হইতে যে কোনো একজন প্রতিনিধিকে আদালতের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করিতে পারিবেন। (১০) যদি আদালতের কোনো সদস্য আদালতের কোনো শুনানীর তারিখে অনুপস্থিত থাকেন, অথবা কোনো কারণে হাজির হইতে অপারগ হন, উক্তরুপ অনুপস্থিতি বা অপারগতা কোনো অভিযোগের শুনানীর শুরুতেই হউক অথবা উহা চলাকালেই হউক, তাহা হইলে, আদালতের কার্যধারা তাহার অনুপস্থিতিতেই শুরু করা যাইবে; এবং আদালতের কোনো কাজ, কার্যধারা বা সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র উক্তরুপ অনুপস্থিতির কারণে অথবা পরিষদের কোন শূণ্যতার কারণে অথবা আদালত গঠনে কোনো ত্রুটির কারণে অবৈধ হইবে না বা উহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না: তবে শর্ত থাকে যে, যদি আদালতের কোন সদস্য কোন নির্দিষ্ট

	মামলায় অনুপস্থিতির কথা চেয়ারম্যানকে পূর্বেই অবহিত করেন সেই ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট পক্ষের তালিকা হইতে অন্য একজন সদস্যকে মনোনীত করিবেন: আরো শর্ত থাকে যে, কোন অভিযোগে প্রদত্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সদস্যদের মতামত অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে।
২০.আদালতের এখতিয়ার	কোন স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়ন আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ে অনন্য এখতিয়ারের অধিকারী হইবে, যথা: (১) এই আইনের অধীনে যে কোন ভুক্তভোগী ব্যক্তি কর্তৃক আনীত, পেশকৃত অথবা দায়েরকৃত কোন স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অভিযোগের বিচার ও নিষ্পত্তি; (২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহের বিচারের নিমিত্তে যথোপযুক্ত বিচারিক আদালতে প্রেরণের সুপারিশকরণ; (৩) চিকিৎসক, নার্স বা স্বাস্থ্য সেবার সাথে জড়িত যে কোন ব্যক্তির অবহেলা প্রমানিত হলে দায়ী ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদান; এক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তির প্রাথমিক দায়বদ্ধতা প্রমানিত হলে ভুক্তভোগী ব্যক্তির অবস্থা বিবেচনায় উল্লিখিত পরিষদ অর্ন্তবর্তীকালিন ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশও প্রদান করতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে অর্ন্তবর্তীকালীন ক্ষতিপূরণের অংশ চূড়ান্ত আদেশে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের আদেশ হইতে বাদ দিতে হইবে; (৪) ক্ষতিপূরণের আদেশ বাস্তবায়নে প্রযোজ্যমত বাংলাদেশে প্রচলিত দেওয়ানী কার্যবিধি এবং ফৌজদারি কার্যবিধিতে উল্লেখিত যে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং পাবলিক ডিমান্ড রিকভ্যারি এ্যাক্ট এর অধীনে যে কোনো আদেশ দিতে বা পদক্ষেপ গ্রহন করিতে পারিবে, যা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহ, যেমন- পুলিশ, জেলা প্রশাসক, স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় ইত্যাদি, পালন করিতে বাধ্য থাকিবে; (৫) স্বাস্থ্য অধিকার, স্বাস্থ্য সেবা এবং অত্র পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহন; (৬) স্বাস্থ্য অধিকার সংরক্ষনের সুফল এবং স্বাস্থ্য অধিকার বিরোধী কার্যের কুফল সম্পর্কে গনসচেতনতা গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন;

	(৭) স্বাস্থ্য অধিকার সংরক্ষন এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রনয়নের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান; এবং (৮) এই আইন বা অন্য কোনো আইনের অধীন বা দ্বারা প্রদত্ত বা প্রদেয় অন্য কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদন।
২১. অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা ও কার্যক্রম	স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা এতদ সংশ্লিষ্ট কেহ উক্ত আইনের কোন বিধান বা আইনের আলোকে প্রণীত কোন বিধি, প্রবিধান বা স্কীমের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে আইনে বর্ণিত যে কোন দন্ড প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, অপরাধের ধরণ দেখিয়া আদালত যদি মনে করেন যে, বিচার্য বিষয়টি উক্ত আদালতের এক্তিয়ারাধীন নহে তাহা হইলে আদালত অনতিবিলম্বে উক্ত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ করিবে ।
২২. আদালতের রায় ও ইত্যাদির বিরুদ্ধে আপীল	অত্র আইনের অধীন স্থাপিত আদালতের কোন রায়, সিদ্ধান্ত , রোয়েদাদ বা দন্ডের বিরুদ্ধে কোন সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উহা প্রদানের ষাট দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায় বিবিধ	
২৩.এই আইনের অধীন ক্ষতিপূরণ আদায়	(১) এই আইন সাপেক্ষে, আদালত কর্তৃক এই আইনের কোন ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য নির্দেশিত কোন অর্থ অথবা এই আইনের কোন বিধানের অধীন কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় কোন অর্থ অথবা কোন নিষ্পত্তি বা চুক্তির অধীন বা কোন মধ্যস্থতাকারী বা আদালতের রোয়েদাদ বা সিদ্ধান্তের অধীন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় কোন অর্থ উহা পাওয়ার অধিকারী কোন ব্যক্তির দরখাস্তের ভিত্তিতে এবং তাহার ইচ্ছানুযায়ী অত্র আদালত কর্তৃক বা উহার নির্দেশে নিম্নরূপ যে কোন ভাবে আদায় করা যাইবে যথাঃ- (ক) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায়, যে ব্যক্তি উক্ত অর্থ পরিশোধ করিতে বাধ্য তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং বিক্রয় করিয়া; (খ) উক্ত প্রকারে সম্পূর্ণ অর্থ আদায় করা না গেলে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায়, উক্ত ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া এবং বিক্রয় করিয়া; অথবা

	(গ) কোন দেওয়ানী আদালতের অর্থ সংক্রান্ত ডিক্রী হিসাবে। (২) এই ধারার অধীন অর্থ আদায়ের জন্য কোন দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে না যদি না উহা অর্থ প্রদেয় হইবার তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে পেশ করা হয়ঃ তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়ের পরেও কোন দরখাস্ত গ্রহণ করা যাইবে যদি স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়ন আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, দরখাস্তকারীর উক্ত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত পেশ করিতে না পারার পর্যাপ্ত কারণ ছিলঃ
২৪.রোগী এবং তাহার অনুসংগীদের দায়িত্ব	কোন সেবা গ্রহণকারী বা রোগী বা তাহার অনুসংগী- (ক) স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত কোন ব্যবস্থার বা স্থাপিত কোন যন্ত্রপাতির ইচ্ছাকৃতভাবে অপব্যবহার বা উহার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিবেন না; (খ) ইচ্ছাকৃতভাবে বা যুক্তি সংগত কারণ ব্যতিরেকে এমন কোন কিছু করিবেন না যাহাতে তাহার বা অন্য কোন ব্যক্তির বিপদ হইতে পারে।
২৫.সরল বিশ্বাসে কৃতকাজ রক্ষণ	এই আইন, বিধি, প্রবিধান বা স্কীমের অধীন সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত বা সম্পাদনের জন্য অভিষ্ট কোন কাজের জন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা রজু বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।
২৬.কতিপয় তথ্য প্রকাশে বাধা নিষেধ	(১) এই আইন অথবা কোন বিধি, প্রবিধান বা স্কীমের অধীন কোন দায়িত্ব পালনকালে কোন সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তি বা রোগীর রোগ সম্পর্কীয় এবং অন্যান্য গোপনীয় তথ্য সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য, এই আইন প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে, তাহার চাকুরীকালীন সময়ে অথবা চাকুরী ত্যাগের পরও প্রকাশ করিতে পারিবেন না। (২) উক্ত গোপনীয় তথ্যের মালিকের লিখিত পূর্ব অনুমতিক্রমে, অথবা এই আইনের অধীন মধ্যস্থতাসহ অন্য কোন আইনগত কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে অথবা তৎসংক্রান্ত কোন ফৌজদারী কার্যক্রমের প্রয়োজনে অথবা উক্তরূপ কার্যক্রম সম্পর্কে কোন রিপোর্ট প্রদানের জন্য উক্তরূপ গোপনীয় তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।
২৭.কতিপয় বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা	এই আইনের অধীন কোন রিপোর্ট, সিদ্ধান্ত, রোয়েদাদ অথবা রায়ে কোন কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ, সালিস, মধ্যস্থতাকারী, অত্র আদালত

	সম্পর্কে তদন্ত বা অনুসন্ধানকালে প্রাপ্ত এমন কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করা যাইবে না যাহা তাহাদের সম্মুখে পেশকৃত সাক্ষ্য ব্যতীত পাওয়া যায় না। তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোন কিছুই ফৌজদারী দন্ডবিধির ধারা ১৯৩ এর অধীন কোন ফৌজদারী কার্যধারার উদ্দেশ্যে উক্তরূপ তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।
২৮.কোর্ট ফিস	স্বাস্থ্য সেবা বাস্তবায়ন আদালতে অভিযোগ দায়ের এর ক্ষেত্রে ১০০/- টাকা নির্ধারিত কোর্ট ফি প্রযোজ্য হইবে।
২৯.এই আইন সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিতকরণ	অত্র আইন সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশিত হইবার পর আইন সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করিবার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শন পূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।
৩০.বিধি প্রণয়ণের ক্ষমতা	এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অথবা এই আইনের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে বা করা যাইবে- এরূপ প্রত্যেক বা যে কোন বিষয় সম্পর্কে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
৩১.মূলপাঠ এবং ইংরেজীতে পাঠ	এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং ইংরেজীতে উহার একটি অনূদিত নিভ্ররযোগ্য পাঠ থাকিতে পারিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।